শবেবরাত সম্পর্কে ছয়টি অমূলক ধারণা ও জবাব

লেখকঃ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রথম অমূলক ধারণা ও এর নামকরণ ঃ–

আরবীতে ঐ রাতটিকে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' (অর্ধ শা'বানের রাত্রি) এবং 'লাইলাতুল বারাআহ' (মুক্তির রাত) বলা হয়। কিন্তু ফারসীতে 'শব' মানে রাত্রি এবং 'বরাত' মানে ভাগ বা ভাগ্য। সুতরাং শবেবরাত মানে হয় ভাগ্যরজনী। মনে করা হয় যে, এই রাতে মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। মানুষের আয়ু ও রুযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মওত ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখা হয়। আর এই জন্য ফারসী-উর্দূ-বাংলাভাষীরা এর নাম দিয়েছেন 'শবেবরাত।'

এই ধারণার প্রমাণে কিছু দলীলও পেশ করা হয় যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمۡرٗا مِّنۡ عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ ۝ ﴾

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনকে বর্কতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি; আমি তো

সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় - আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। *(সূরা দুখান ৩-৫ আয়াত)*

তাবেয়ী ইকরামাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, ঐ রাতটি হল শা'বানের ১৫ তারীখের রাত।

কিন্তু আগে-পিছা না ভেবে চোখ বন্ধ করে তাঁর কথা মতে ঐ রাতকে ভাগ্যরজনী বলে ধারণা করা সচেতন মানুষদের উচিত নয়। যেহেতু তাঁর উক্তির প্রতিকূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ তথা আরো অন্যান্য উলামার উক্তি।

ইবনে কাষীর বলেন, তাঁর এ ধারণা সুদূরবর্তী। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/১৭৬)*

নিঃসন্দেহে উক্ত বর্কতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বা শবেকদর। আর শবেকদর নিঃসন্দেহে রমযানে। বলা বাহুল্য, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকে এবং ঐ রাত্রে বৃথা মনগড়া ইবাদত করে থাকে। কারণ, কুরআন (লাওহে মাহফূয থেকে) অবতীর্ণ হয়েছে (অথবা তার অবতারণ শুরু হয়েছে) রমযান মাসে। কুরআন বলে,

((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ))

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

আর তিনি বলেন,

((إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। *(সূরা ক্বাদ্‌র ১-৩)*

আর হাদীস থেকে এ কথা বিদিত যে, শবেকদর হল রমযানে; শা'বানে নয়।

মুফাস্‌সির ইমাম কুরতুবী বলেন, উক্ত মত একটি বাতিল মত। --- সুতরাং যে মনে করবে যে, যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে রাতটি রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসের রাত, সে আসলে আল্লাহর উপরে ভীষণভাবে মিথ্যা আরোপ করে। *(তাফসীর কুরতুবী ১৬/৮৬)*

ঐ রাতটিকে ভাগ্যরজনী প্রমাণ করার জন্য একটি মুরসাল (তাবেয়ী কর্তৃক

বর্ণিত অশুদ্ধ) হাদীস বর্ণনা করা হয়; যাতে বলা হয়েছে যে, "শা'বান থেকে আগামী শা'বান পর্যন্ত মৃত্যুসময় নির্ধারিত করা হয়। এমন কি কোন লোক বিবাহ-শাদী করে এবং তার সন্তান হয়, অথচ (ঐ বছরে) তার নাম মৃতদের তালিকাভুক্ত করা হয়।"

ইবনে কাষীর বলেন, 'মুরসাল হাদীস দ্বারা (কুরআন ও সুন্নাহর) স্পষ্ট উক্তির বিরোধিতা করা যাবে না।' *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/ ১৭৬)*

তদনুরূপ তকদীর লিখার ব্যাপারে মা আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ আলবানীর টীকা, মিশকাত ১/৪০৯)*

দ্বিতীয় অমূলক ধারণা ঃ দুনিয়ার আসমানে আল্লাহর অবতরণ

মহান আল্লাহ শবেবরাতে নিচের আসমানে নেমে এসে বান্দাকে আহবান করতে থাকেন।

হযরত আলী হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মধ্য শা'বান এলে তোমরা তার রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, মহান আল্লাহ ঐ দিনের সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, 'কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কেউ রুযীপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রুযী দান করব। কেউ অসুস্থ আছে কি? আমি তাকে সুস্থ করব। কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে (যা চাইবে তা) দান করব। কেউ এমন আছে কি? কেউ তেমন আছে কি?---' এইভাবে ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন।"

কিন্তু হাদীসটি দলীলযোগ্য ও সহীহ নয়। বরং হাদীসটি মাওযূ' বা জাল হাদীস। *(দেখুন ঃ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২১৩২নং, যয়ীফুল জামে' ৬৫২নং)*

তদনুরূপ উক্ত বিষয়ক অন্য হাদীসগুলিও যয়ীফ। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহর নীচের আসমানে নামার কথা; কেবল ১৫ শা'বানের রাত্রের কথাই নয়।

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

“আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, “কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।” *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

সুতরাং অর্ধ শা’বানের রাত্রের কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকছে না। যেমন ঐ দিনে মাগরেবের পর থেকে মহান আল্লাহর নীচের আসমানে নেমে আসার কথাও প্রমাণ হচ্ছে না। যেহেতু তা মিথ্যা ও বানাওয়াটি কথা।

তৃতীয় অমূলক ধারণা ঃ রূহের আগমন

শবেবরাতে নাকি মৃত মানুষের রূহগুলো আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হতে পৃথিবীতে নেমে আসে। বিধবাদের স্বামীদের রূহও নাকি এই রাতে ঘরে ফেরে। তাই বিধবারা সাজ-সজ্জা করে নানা খাবার তৈরী রেখে ঘরে আলো জ্বেলে সারারাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে!

এ ব্যাপারে তাদের দলীল হল, সূরা লায়লাতুল ক্বাদরের নিম্নের আয়াত ঃ-

﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ ﴾

অর্থাৎ, উক্ত রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্তাকুল এবং রূহ তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। *(সূরা ক্বাদর ৪ আয়াত)*

কিন্তু যাঁরা কুরআনের বাংলা তর্জমাও পড়তে পারেন, তাঁদেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ঐ রাত হল রমযান মাসের শবেকদরের রাত। যে রাতের নামে সূরাটির নামকরণ হয়েছে ‘সূরা লায়লাতুল ক্বাদ্‌র।’ তাহলে শবেকদরের ঘটনাকে শবেবরাতে জুড়ে দেওয়া কি মূর্খামি নয়?

তাছাড়া ‘রূহ’ বলতে মৃত ব্যক্তির আত্মা উদ্দেশ্য নয়। তা হলে তো বহুবচন শব্দ ‘আরওয়াহ’ ব্যবহার হত। এখানে ‘রূহ’ বলতে ফিরিশ্তা-সর্দার জিবরীল অথবা এক শ্রেণীর ফিরিশ্তাকে বুঝানো হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/৫৬৮)*

পক্ষান্তরে বিদিত যে, মানুষ মরণের পর মধ্য জগৎ ‘বারযাখ’এ ভালো হলে ইল্লীয়্যীনে এবং মন্দ হলে সিজ্জীনে অবস্থান করে। সেখান হতে পুনরায়

দুনিয়ার বুকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। তবে বৃথা কেন এই আয়োজন ও প্রতীক্ষা?

রূহ ঘরে ফিরার অলীক ধারণা রেখেই ঘর ও কবরগুলোকে ধূপ-ধুনো ও মোমবাতি তথা বিদ্যুৎবাতি দিয়ে সুরভিত ও আলোকিত করা হয়। আর এ কাজে হিন্দুদের দেওয়ালীর অনুকরণ করে আমোদ-স্ফূর্তি করা হয়।

অথবা অনুকরণ হয় অগ্নিপূজকদের; যারা আগুনের তা'যীম ও পূজা করে। বলা বাহুল্য এটি হল, খলীফা হারুন রশীদের যুগে অগ্নিপূজক নও মুসলিম বারামকী মন্ত্রীদের আবিষ্কৃত বিদআত। এরাই বাদশা হারুন রশীদকে পরামর্শ দিয়েছিল, কা'বা-গৃহে সুগন্ধী (চন্দন কাঠ) জ্বালানোর জন্য। যাতে সেই সুবাদে মুসলিমদের মসজিদ-সমূহে তাদের প্রিয় মা'বূদ আগুন প্রবেশ করে যায়। *(দেখুন ঃ আল-ইবদা' ফী মাযা-র্রিল ইবতিদা' ২৮৯পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ৩০০পৃঃ)*

সম্ভবতঃ রূহদেরকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে ফটকা-বাজির ধুম ও সেই সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করা হয়!

অথচ আতশ বা ফটকাবাজী বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া লক্ষ-লক্ষ টাকা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টে লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তোলে।

এ খেলা কোন সময়ই বৈধ নয়। বৈধ নয় বিবাহ বা ঈদেও।

আগত রূহদেরকে খাওয়াবার জন্য হালোয়া-রুটির বিরাট আয়োজন করা হয়। আদায় করা হয়, খাওয়া হয়, দান করা হয়। মওতাদের নামে অর্থ অথবা খাদ্য দান করা ভালো জিনিস। কিন্তু নির্দিষ্ট করে ঐ রাতে কেন? শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট আমলকে অনির্দিষ্ট অথবা কোন অনির্দিষ্ট আমলকে স্থান, কাল বা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করাও তো এক শ্রেণীর বিদআত। তাছাড়া মুর্দার নামে নিজেদের উদরপূর্তি তথা আনন্দমেলাই হয় উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অমূলক ধারণা ঃ কবর যিয়ারত

শা'বানের ১৫ তারীখের রাতে বা দিনে আত্মীয়রা দলেদলে কবর যিয়ারতে

ছুটে যায়, এমনকি মেয়েরাও বিভিন্ন রঙে-ঢঙে কবর যিয়ারতে বের হয়। অথচ বিদিত যে, নির্দিষ্ট করে ঈদের দিন বা শবেবরাতের দিন কবর যিয়ারত করা বিদআত। তাছাড়া কবরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সেখানে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো হয়। আর এগুলিও বিদআত।

পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বিধেয় নয়। কারণ, তাদের এমনিতেই ধৈর্য ও সহ্য শক্তি কম। তাছাড়া তারা শরীয়ত-বিরোধী কাজ অধিক করতে পারে যিয়ারতে গিয়ে। যেমন; চেঁচামেচি ও উচ্চস্বরে কান্না করবে, পর্দাহীনতার সাথে যিয়ারতে যাবে, অভ্যাসগতভাবে কবরস্থান বেড়াতে যাবে। (পার্ক মনে করে নেবে।) সেখানে বসে ফালতু আড্ডা দিয়ে বাজে কথাবার্তা বলবে। তাই তো পিয়ারা নবী ﷺ অধিক কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। *(তিরমিযী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৪নং)*

বিদআতীরা অবশ্য যিয়ারত বিধেয় করার জন্য বলে, ঐ রাতে নবী ﷺ বাকী'তে কবর-যিয়ারতে গিয়েছিলেন। দলীল স্বরূপ উল্লেখ করা হয় যে, ঐ রাতে মা আয়েশা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে বাক্বীউল গারক্বাদ নামক গোরস্থানে পান। তিনি সেখানে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা'বানের রাত্রে নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের ভেঁড়া-ছাগলের লোম সংখ্যক অপেক্ষা বেশী মানুষকে ক্ষমা করে দেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪ নং, যয়ীফুল জামে' ১৭৬১নং, মিশকাত ১২৯৯নং)*

তাছাড়া মহানবী ﷺ বিশেষ করে কেবল অর্ধ শা'বানের রাতেই যিয়ারতে যেতেন না। বরং তিনি আয়েশার পালার প্রত্যেক রাতেই বাক্বীউল গারক্বাদের কবর যিয়ারতে যেতেন। *(এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস দেখুন ঃ আহমাদ ৬/১৮০, মুসলিম ৯৭৪, নাসাঈ ২০৩৯, ইবনে হিব্বান ৩১৭২, ৪৫২৩, বাইহাক্বী ১/৬৫৬, ৫/২৪৯, আবু য়্যা'লা ৮/১৯৯, ২৪৯)*

পঞ্চম অমূলক ধারণা ঃ অস্বাভাবিক নামায

শবেবরাত আসলে শবেকদরের ভ্রান্ত রূপ। শবেকদরের আসল ছেড়ে শবেবরাতের নকল ইবাদত নিয়ে মাতামাতি করে ভাল বরাত বা ভাগ্য লাভের জন্য লোকে ১০০ রাকআত 'স্বালাতুল আলফিয়া' নামক নামায পড়ে থাকে। আর প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়ে থাকে। এ নামায মনগড়া বিদআত। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪১-৩৪২পৃঃ)* শবেবরাতের নামায পড়লে নাকি ২০টি হজ্জের এবং ২০ বছর একটানা ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়! আর ১৫ তারীখে রোযা রাখলে নাকি অগ্র-পশ্চাৎ ২ বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। এ সব কথা মিথ্যা ও খেয়ালী।

সুয়ূত্বী বলেন, 'এ নামাযের কোন ভিত্তি নেই।' *(আল-আমরু বিল-ইত্তিবা' ১৭৬পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ৩৪২পৃঃ)*

এ রাতে নামায আদায়ের পূর্বে নাকি গোসলও করতে হয়। আর সে গোসলের সওয়াবও রয়েছে নাকি খেয়ালী; এ গোসলের প্রতি ফোঁটার পানির বিনিময়ে ৭০০ রাকআত নফল নামায আদায়ের সওয়াব আমল-নামায় লিখা হয়ে থাকে!!!

এ রাতে বালা দূর করা, আয়ু বৃদ্ধি করা এবং অভাবমুক্ত হওয়ার নিয়তে ৬ রাকআত বিদআতী নামায পড়া হয়। পড়া হয় সূরা ইয়াসীন সহ আরো মনগড়া দুআ। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪২পৃঃ)*

এ ছাড়া আরো কত শত খেয়ালী ইবাদত ও সওয়াবের কথা পাওয়া যায় একাধিক বাজারী বই-পুস্তকে; যার সবগুলোই বিদআত এবং সে সবের একটিও সহীহ দলীল নেই।

বিদআতীদের কাছে ঐ নামাযের গুরুত্ব খুব বেশী। বেনামাযীরাও ঐ রাতে নামায পড়ে। অনেকে ফজরের আগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফজরের ফরয নামায গুল করে থাকে!

আতর-সুরমা লাগিয়ে ঐ রাত জেগে জামাতী যিক্র ইত্যাদি শুরু হয় শামের সুফীদের দ্বারা। বিশেষ করে মকহুল, খালেদ বিন মা'দান ও লুকমান বিন আমের প্রমুখ তাবেয়ীগণ ঐ রাত জেগে ইবাদত করলে, তাঁদের দেখাদেখি ঐ

নামায পড়ার ধুম শুরু হয়ে যায়। মদীনার আলেমগণ এর প্রতিবাদ করেন। *(দেখুন ঃ লাতায়েফুল মাআরিফ, ইবনে রজব)*

আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামাযের বিদআত চালু হয় ৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মাক্বদেসে। মূর্খ ইমামরা মাতব্বরি ও উদরপূর্তি করার জন্য এই ঘটা চালু করে। মনগড়া হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে বেশী লোক জমা করে বাদশার কাছে নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। অতঃপর এই বিদআতী নামায সেখানে ৩৫২ বছর চলতে থাকে। পরে ৮০০ হিজরীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। *(মিরকাত ২/১৭৮ মুল্লা আলী আল-ক্বারী)* কিন্তু ইরান-তুরান পার হয়ে সেই অগ্নিপূজকদের অগ্নিময় পরব ভারতের দেওয়ালী-মার্কা মুসলিমদের মাঝে চলে এল। সুতরাং তাতে সচেতন মুসলিমদের ধোকা খাওয়া উচিত নয়।

ষষ্ঠ অমূলক ধারণা ঃ রোযা

১৫ শা'বানের দিনে রোযা রাখা হয়। তাদের দলীল হল, হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “মধ্য শা'বান এলে তোমরা তার রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ।---” অথচ এই হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২১৩২নং, যয়ীফুল জামে' ৬৫২নং)* সহীহ নয় ঐ দিনে রোযা সংক্রান্ত কোন হাদীসই।

শবেবরাতের আনুষ্ঠানিকতা

বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ পাল-পরবে অধিকাংশ মানুষেরই উদ্দেশ্য থাকে কিছু আনন্দ-আমোদ করা, সাধ্যমত ভালো পানাহার করা এবং সেই সাথে খুশীর পরিবেশ তৈরী করে সাজসজ্জার সাথে উৎসব উদ্‌যাপন করা। কুরআন খতম করে বখশানো হয়, মীলাদ ও মেহেমানদারির ধুম পড়ে যায়। ধুম পড়ে যায় নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশার। এর জন্যই সরকারীভাবে ঐ দিনটিকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দেশের পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে তার বিশেষ অনুষ্ঠান ও গুরুত্ব সম্প্রচার করা হয়। এক শ্রেণীর হুজুররা ঐ দিনের ভুয়ো ফযীলত বর্ণনা করে থাকেন। আর তাতে বিদআতীরা সেই সব বিদআতে

আরো উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়।

জাহেল বিদআতীদের অনেকেই বলে থাকে যে, ঐ দিনে বা রাতে আল্লাহর নবীর দান্দান-মুবারক শহীদ হলে নরম হালোয়া বানিয়ে খেয়েছিলেন। তাই ঐ দিনে তা বানানো, খাওয়া ও খাওয়ানো হল সুন্নত। অথচ ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন বিদিত যে, মহানবী ﷺ-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল এক বারই; উহুদের যুদ্ধে। আর তা ঘটেছিল শওয়াল মাসের ১১ তারীখে; শাবান মাসে নয়। পরন্তু শওয়াল মাসেও তা পালন করা বিধেয় নয়।

তাছাড়া তাদের যদি সত্যপক্ষেই সুন্নতের প্রতি কোন মহব্বত থাকত, তাহলে জিহাদে দাঁত ভেঙ্গে হালোয়া খেত, ঘরে বসে আনন্দের সাথে নয়। আর মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করে শবেবরাত সহ সকল প্রকার সুন্নাহ-বিরোধী আচরণ ও পরব বর্জন করত।

সন্দেহ ও তার জবাব

বিদআতের কথা বলতে গেলে বিদআতীরা বলে, শবেবরাতের কাজগুলো তো ভাল? করলে ক্ষতি কি? ভালো কাজে বাধা দেন কেন?

কিন্তু জেনে রাখা উচিত যে, কাজ ভালো হলেই যে কোন সময় তা করা যাবে, তা নয়। কুরআন পড়া ভালো কাজ, কিন্তু যেখানে-সেখানে যখন-তখন পড়া অবশ্যই ভালো নয়। সিজদায় কুরআন পড়া বৈধই নয়। সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালো সূরা। ৩বার পড়লে ১বার কুরআন খতম করার সমান সওয়াব লাভ হয়। তা বলে তা পাঠ করে মুরগী যবাই করা হবে না। ইবাদত নিজের ইচ্ছামত নয়; বরং তরীকায়ে মুহাম্মাদী মত না হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮-নং)* "আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(মুসনাদে*

আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং) “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে।” *(সহীহ নাসাঈ ১৪৮৭নং)*

অনেকে বলে, মেনে নিলাম শবেবরাত ও তার সকল আমল বিদআত। কিন্তু যেহেতু তাতে ইবাদতগত মঙ্গল রয়েছে, সেহেতু তাকে বিদআতে হাসানাহ বলা চলে। অতএব বিদআতে হাসানাহ করলে ক্ষতি কি?

কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, হাসানাহ (বা উৎকৃষ্ট) বলে কোন বিদআত নেই। বিদআতের সবটাই নিকৃষ্ট। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “কুল্লু বিদআতিন য্বালালাহ, অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” যেমন ভালো পায়খানা বলে কোন পায়খানা নেই। পায়খানাতে আতর লাগিয়ে গন্ধ দূর করতে পারলেও তার অপবিত্রতা কোথায় যাবে?

অনেকে বলে, ফাযায়েলে আমালে তো যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা চলে? তবে তা ভিত্তি করে শবেবরাত পালন করলে ক্ষতি কি?

আমরা বলব যে, যেহেতু যয়ীফ হাদীস রসূল ﷺ-এর সঠিক উক্তি নাও হতে পারে, তাই যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন আমল সিদ্ধ নয়। অবশ্য অনেকে ‘ফাযায়েলে আ’মালে’ যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন আমলের ফযীলত বর্ণনায়, যে আমল সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আ’মালুল ফাযায়েলে (অর্থাৎ এমন আমল যার ফযীলত আছে সেই আমল করতে) নয়।

উদাহরণস্বরূপ, চাশ্তের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(মুসলিম ৭১৯নং)* তার ফযীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়, “যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে, তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও মাফ করা হবে।” *(আবূ দাউদ ১২৮৭, তিরমিযী ৪৭৬, ইবনে মাজাহ ১৩৮২নং)* অন্য হাদীসে বলা হয়, “যে নিয়মিত ১২ রাকআত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতে এক সোনার মহল তৈরী করে দেবেন। *(তিরমিযী ৪৭৩, ইবনে মাজাহ ১৩৮০নং)* কিন্তু এই দুটি হাদীসই যয়ীফ। ওঁদের মতে চাশ্তের নামাযের ফযীলতে এই হাদীস দুটিকে বর্ণনা করা যাবে।

উপরন্তু এর উপরেও ওঁদের নিকট তিনটি শর্ত রয়েছেঃ-
প্রথমতঃ হাদীসটি যেন গড়া বা জাল না হয়। অথবা খুব বেশী দুর্বল না হয়।
দ্বিতীয়তঃ আমলকারীর যেন জানা থাকে যে, যে হাদীসের ভিত্তিতে সে আমল (ফযীলত বর্ণনা ও বিশ্বাস) করছে তা যয়ীফ বা দুর্বল।
তৃতীয়তঃ তা যেন (ব্যাপকভাবে) প্রচার না করা হয়।

শবেবরাতের ক্ষেত্রে সে সব শর্ত পাওয়া যায় না। শবেবরাতের আমল সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই জাল অথবা খুব দুর্বল। তাছাড়া তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং তার মূল ভিত্তিও কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না।

পরন্তু হাদীস ব্যবহারের ব্যাপারে আহকাম ও ফাযায়েলের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই । কারণ, উভয়ই শরীয়ত। তাই সঠিক এই যে, যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন প্রকারের আমল সিদ্ধ নয়। সহীহ (ও হাসান) হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাই আমলের জন্য যথেষ্ট।

অনেকে বলতে পারে, এত হাদীস যখন বর্ণিত আছে, তখন তার নিশ্চয় কোন ভিত্তি আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রাত হওয়া সত্ত্বেও তা কোন সহীহ সূত্রে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হল না কেন? আর তার মানেই হল এর কোন বুনিয়াদই নেই।

এ রাতের ব্যাপারে যেটুকু সহীহ বলা হয়েছে, সেটুকু হল একদল সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মহান আল্লাহ অর্ধ শা'বানের রাত্রে (নেমে এসে) নিজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪নং)* কিন্তু তাতে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠান করার কথা প্রমাণ হয় না।

বলা হয় যে, শবেবরাতের দিনে মাহে রমযানের সিয়াম পালনের বিধান নাযিল হয়। এ কথাটি সহীহ দলীল সাপেক্ষ্য। শায়খ সাইয়েদ সাবেকের উল্লেখ অনুযায়ী সে বিধান নাযিল হয় সন ২ হিজরীর শা'বান মাসের ২য় তারীখ সোমবারে। *(ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩৮৩ দ্রঃ)*

তদনুরূপ ঐ দিনে কিবলা পরিবর্তন (?) বা আরো অন্য কিছু মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্ম সংঘটিত হওয়া সত্য হলেও ঐ দিনকে শবেবরাত বা অন্য কোন নাম দিয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিনরূপে পালন করার যৌক্তিকতা কি থাকতে পারে?

শবেবরাত ও তার ইবাদত সম্পর্কে বড় বড় উলামায়ে কিরামের মন্তব্য ঃ-

আবূ বাক্র তুরতুশী (রঃ) (আল-হাওয়াদিষ গ্রন্থে) বলেন, 'ইবনে অয্যাহ যায়দ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা দেখিনি যে, আমাদের কোনও শায়খ ও ফকীহ অর্ধ শা'বানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেছেন অথবা মাকহূলের হাদীসের প্রতি দৃক্পাত করেছেন। আর তাঁরা মনে করতেন না যে, অন্যান্য রাতের উপর ঐ (শবেবরাতের) রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব (বা ফযীলত) আছে।'

হাফেয ইরাকী (রঃ) বলেন, 'অর্ধ শা'বানের রাতের নামাযের হাদীস আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা।'

ইমাম নাওয়াবী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মাজমূ'তে বলেন, 'রজব মাসের প্রথম জুমআয় মাগরেব ও এশার মাঝে ১২ রাকআত 'সালাতুর রাগায়েব' নামে প্রসিদ্ধ নামায এবং অর্ধ শা'বানের রাতে প্রচলিত ১০০ রাকআত নামায; উভয় নামায দু'টিই জঘন্যতম বিদআত। কেউ যেন 'কূতুল কুলূব' ও 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত উভয় নামাযের উল্লেখ দেখে এবং তাতে উল্লেখিত হাদীস দেখে ধোকা না খায়। কারণ, তার প্রত্যেকটাই বাতিল। আর সেই সকল উলামার কথায়ও যেন কেউ ধোকা না খায়, যাঁদের নিকট উক্ত নামাযদ্বয়ের বিধান অস্পষ্ট থাকায় তা মুস্তাহাব বলে একাধিক পৃষ্ঠা (তার সমর্থনে) লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্যই তাঁরা এ বিষয়ে ভ্রান্তিতে আছেন।'

ইবনুল মুলাইকাহকে বলা হয়েছিল যে, যিয়াদ নুমাইরী বলেন, 'অর্ধ শা'বানের রাত্রের ইবাদত এবং শবেকদরের ইবাদতের সওয়াব এক সমান।' এ কথা শুনে ইবনুল মুলাইকাহ বলেছিলেন, 'আমি যদি তার মুখ থেকে এ কথা বলতে

শুনতাম এবং আমার হাতে লাঠি থাকত, তাহলে আমি তাকে তা দিয়ে প্রহার করতাম।' *(আত্-তাহযীর মিনাল বিদা', ইবনে বায)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, '---পক্ষান্তরে এককভাবে অর্ধ শা'বানের দিনে রোযা রাখার কোন ভিত্তি নেই। বরং এককভাবে ঐ দিনে রোযা রাখা মকরূহ। অনুরূপভাবে ঐ দিনকে এমন মৌসম (উৎসব) গণ্য করাও মকরূহ; যাতে নানা রকম খাদ্যসামগ্রী তৈরী করা হবে এবং তার জন্য সাজসজ্জা করা হবে। এ হল সেই নব আবিষ্কৃত (বিদআতী) মৌসম (উৎসব)সমূহের একটি, যার কোন ভিত্তি (শরীয়তে) নেই।--' *(ইকতিযাউস সিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ৩০২-৩০৩পৃঃ)*

সউদী আরবের প্রয়াত প্রধান মুফতী ইবনে বায (রঃ) বলেছেন, 'পূর্বে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস এবং আহলে ইলমের উক্তি থেকে সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রিকে নামায বা অন্য কোন ইবাদত দ্বারা পালন করা এবং তার দিনে নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা অধিকাংশ উলামার নিকট জঘন্যতম বিদআত। পবিত্র শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সাহাবা ﷺ গণের যুগের পর ইসলামে নবরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।' *(আত্-তাহযীর মিনাল বিদা', ইবনে বায)*

শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, '---অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে আনন্দ-উৎসব করার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। তা করতে লোককে নিষেধ করা কর্তব্য। সেই উপলক্ষ্যে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে, সে যেন (উৎসবে) উপস্থিত না হয়।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ২/২৯৬-২৯৭)*